গানে গানে – রক্তদানে

সমবেত গান –

আরে শোন শোন বন্ধুগণ, শোন হে সজন,
রক্তদানের কিছু কথা, করি বর্ণন – বলি মহান দানের।

বলি মহান দানের কথা শোন, শোন দিয়ে মন
হাসপাতালে রক্ত না থাকলে , রুগির যে মরণ
বলি রুগির মরণ, বলি রুগির মরণ।

রুগির মরণ কে রুখবে ভাবনা একটাই,
তাই হাতে হাত মিলিয়ে সবাই চল শিবিরে তে যাই ।
চল শিবিরে তে যাই, চল শিবিরে সবাই –জয় রক্তদানের

রামের রক্ত ,রহিমের রক্তে বিভেদ কিছু নাই
সুস্থ হয়ে আপন ঘরে ফেরে, খুশিতে সবাই।

বলি খুশি তে সবাই ,বল খুশি যে সবাই – জয় রক্তদানের।

রক্তদানে জেনে রাখো, ভয়ের কিছু নাই

একবার দানে ৩ জীবন বাঁচে,শুধু আনন্দ যে পাই –

শুধু আনন্দ যে পাই – ধন্য রক্তদাতা ধন্য রক্তদাতা

রক্তদাতা মহান মানুষ , জীবন করে দান

বিনিময়ে সে কারুর থেকে কিছুই না চান।

তাই , আসুন সবাই,চলুন সবাই,এক সাথে গাই গান

মিলে মিশে সবাই আমরা করি রক্তদান।।

A, B, O- বন্ধুরা কেমন আছেন? আসুন , আসুন না দাদা। বসুন বসুন, কিছু গল্প করি।দেখুন না কি হাল হয়েছে ব্লাড ব্যাঙ্কের। রক্তের অভাব কিছুতেই মিটতে চায় না। আমরা শপথ নিয়েছি যাতে একজন মানুষও রক্তের অভাবে না মারা যায়। আপনাদের সবাই কে চাই সেই কারনে । আপনারা আমরা ,আমরা সবাই মিলেই একমাত্র এই কাজ সফল করতে পারি। ব্লাড ব্যাঙ্কে সব সময় রক্ত মজুত করে রাখতে পারলে কোন মানুষেরর সমস্যা হবে না। ব্লাড ব্যাঙ্ক কে সব সময় ভর্তি রাখার শপথ নেওয়ার দিন আজ।

musical part

A - চল বন্ধুরা আমরা নতুন করে দল বাঁধি আবার।

B - মানুষের ভালো করার।

O- রোগগ্রস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য।
A - আমাদের সবার রঙ এক। যার দেহে যাই তাকেই বাঁচিয়ে রাখি।

B - শত্রু-মিত্র, খারাপ-ভালো সবার শরীরে আমরা একই কাজ করি।

O - আমরা কোন জাত দেখি না, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান-জৈন সবার শরীরে আমরা একই রঙের আর একই কাজ করি, কাউকে আলাদা চোখে দেখি না।

B- কোন রাজনীতি দেখি না। CPM, CONGRESS,TRINAMUL ,BJP এখানে আমরা সবাই মিলে-মিশে একা ভাবলে কেমন লাগে বল। CPM এর অসুস্থ কারুর শরীরে তৃণমূল BJP সমর্থকের দান করা রক্ত দেওয়ার পর তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি গেলেন। আবার কোন ক্ষেত্রে তৃণমূলের এর সমর্থক এর ক্ষেত্রে ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত গেল কোন কংগ্রেস বা CPM সমর্থকের।

গান – [লালন বলে জাতের...]

O - আচ্ছা এই যে রক্তদান হচ্ছে, কী কী কারনে রক্ত লাগে রে?

A- তুই কি রে। এটা ও জানিস না! শোন তা হলে, আমাদের মাথায় রাখা উচিৎ যে রক্ত তখনই কাউকে দেওয়া হয় যখন সেটা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। রক্ত যারা গ্রহন করে তাদের মধ্যে থাকে -

ক) গুরতর অপারেশান যেমন বাইপাস, ওপেন হার্ট রোগীদের
খ) দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ব্যক্তি যার অত্যধিক রক্তক্ষয় হয়েছে, তার
গ) সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় প্রসুতি মায়ের
ঘ) রক্তের কোনো রোগ নিয়ে জন্মানো কোন সদ্যজাত শিশুর
ঙ) ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের

চ) জিনগত রক্ত জনিত রোগ যেমন – থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া, অ্যানিমিয়া ইত্যাদি রোগাক্রান্ত মানুষের

ছ) অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির

জ) রক্তাল্পতায় ভোগা রোগীর

B- ও বাবা! এত কিছু ত জানতাম না । একটা জিনিস কিন্তু দেখি অনেক যায়গা তে । কত কত উপহার দেয় রক্তদাতা দের।মাঝে মাঝে আমার ও খুব লোভ লাগে।

A - খবরদার! ছি ! ছি! খুব সমস্যা হচ্ছে এই উপহার- উপঢৌকন নিয়ে। সংঘটকরা সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে বিভিন্ন চাপে পড়ে gift এর arrangements করছে। tiffin case থেকে শুরু করে pressure cooker, luggage trolley, insuarance করিয়ে দেওয়া...কি দিচ্ছে আর কি দিচ্ছে না। এতে তাদের ক্যাম্পে, ডোনার সংখ্যা হয়তো ১০ - ২০ জন বাড়ছে কিন্তু quality blood এর ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। অনেকেই এই উপরহার এর জন্য medical history গোপন করে যাচ্ছেন। ধরো জণ্ডিস হয়েছিল...৬ মাস পার হয়নি তার । কিন্তু সামনে বেড়াতে যাবে... trolley bag এর লোভটা সামলাতে না পেরে তথ্য গোপন করে রক্ত দিয়ে গেল। আবার ধরো pr essur e cooker টা দরকার। পথ চলতি চোখে পড়ে ঢুকে পড়ল। ক দিন আগেই হয়ত tattoo করেছে বা কুকুরে কামড়ানোর i nj ect i on নিচ্ছে।একদমই কোন উপহার রক্তদানের সাথে উচিৎ নয়। রক্তদান হৃদয়ের দান;উপহার- উপঢৌকন স্বেচ্ছা দানের অমর্যাদা করে।

0 - আচ্ছা এই ব্লাড ব্যাঙ্কের ডাক্তার বাবু কী কী শারীরিক পরীক্ষা করবেন?

A - ব্লাড বাঙ্কের ডাক্তার বাবু

১) ওজন মাপবে

২) হিমোগ্লোবিনের মাত্রা পরীক্ষা করবে।

৩) রক্তচাপ মাপবে।

৪) হৃদ্স্পন্দন, যকৃৎ, ফুসফুস, প্লীহার অবস্থা সব যায়গা মতন আছে কিনা মানে তর কলকব্জা সব ঠিক ঠিক কাজ করছে কিনা তা টিপে টুপে দেখবে ।

B –মানুষের একটা ভয় থাকে রক্ত দিতে গিয়ে না জানি **রক্তবাহিত কোনো রোগে আক্রান্ত হই। তার কি কোন সম্ভাবনা আছে ?**

A - ধুর বোকা একদমই না। কারণ জীবানুমুক্ত, **disposable needle** ব্যবহার করা হয়। রক্তের বাগ এর সাথে ও এঁটে থাকে। কিন্তু আমাদের কষ্ট তো কেউ বোঝে না রে (দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে)।

B - হ্যাঁ রে! দেখ দিন দিন আমরা কেমন ফুরিয়ে যাচ্ছি।

O- আচ্ছা আমরা সংখ্যায় বাড়বো কি করে বলত?

A - কি করে আবার, মানুষ যত রক্ত দান করবে আমরাও সংখ্যায় বাড়ব।

O - মানুষগুলো কি রক্ত দান করে না?

A - করলে কি আর এই দশা হত। এই তো সেদিন Let Us Care for You □□ kallol da , দেবা দা , ড. দে আর আমাদের ঐ যে FRCS , লন্ডন থেকে পাস করে আসা এক ড. আছে না। কি যেন নাম?

B - ড. খান।

A - হ্যাঁ হ্যাঁ। ধূর ছাতা এখন না সব কেমন যেন ভুলে ভুলে যাই। মনে হয় অ্যালজায়মায় আক্রান্ত হচ্ছি।

O - আঃ যা বলছিলি তাই বল না।

A - হ্যাঁ ঐ সব ডাক্তাররা মিলে বলছিল। আমাদের দেশে নাকি ১০০০ জনের মধ্যে রক্তদান করা মানুষের সংখ্যা মাত্র ..... (চুপ করে যায়)

B - কি হল চুপ করে গেলি কেন?

A - আরে শুনলে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠবে রাগে।

B - মানে !

A - শুনবি কত সংখ্যাটা। মাত্র ৩ ।

O - কি !!!

A - তবে আর বলছি কি। ১০০০ জন মানুষের মধ্যে মাত্র ৩ জন মানুষ রক্ত দান করে।

B - তাহলে তো দেশে ব্যাপক রক্ত সমস্যা।

A - কিন্তু জানিস এই সংখ্যাটা যদি মাত্র ৮-এ নিয়ে যাওয়া যায় তাহলেই নাকি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

B - বলিস কিরে !?

A - তবে আর বলছি কি। ১০০০-এর মধ্যে মাত্র ৮ জন করে রক্ত দিলেই দেশে আর কেউ রক্তের জন্য মরবে না।

O - আচ্ছা মানুষগুলো কি বোঝে না?

A - বেশী বোঝে। তাই তো এই অবস্থা। শুধু ভাবে টাকা ফেলবো আর রক্ত কিনব। আরে বাবা Blood Bank -এ যদি রক্তই না থাকে তবে টাকা দিয়ে কোন শ্রাদ্ধ হবে শুনি।

গান – [থাকিলে ডোবাখানা]

B - আমার মনে হয় ওরা রক্ত দিতে ভয় পায়। আচ্ছা রক্ত দিলে কি কোন ক্ষতি হয় শরীরের?

A - আরে না না। উল্টে আরো উপকার হয় শরীরের।

O - সে কি রে ! সত্যি নাকি?

A - আরে হ্যাঁ রে ভাই। রক্ত দিলে হার্ট এ্যাটাক, সেরিব্রাল এ্যাটাক, স্ট্রোক প্রভৃতি রোগে মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক কমে যায়।

B - বাবা তুই তো অনেক জানিস রে!

A - হ্যাঁ সবই তো ঐ Let Us Care for You এর দাদাদের আর ডাক্তারদের কাছ থেকে জানা।

B - কিন্তু এটা তো মানবি যে, কেউ রক্ত দিলে তার শরীরে তো রক্ত কমে যাবে, তখন তার কম রক্ত দিয়ে চলবে কী করে?

A - আরে ধূর বোকা মানুষের শরীরে রক্ত যতটা দরকার তার থেকে অনেক বেশী থাকে।

O - মানে?

A - মানে ..... প্রতিটি মানুষের শরীরে রক্তের পরিমান ৭৬ মিলি/কেজি। ধর তোর ওজন ৪৫ কেজি, তাহলে তোর শরীরে রক্তের পরিমান ৩.৪২ লিটার। মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিমানটা ৬৬ মিলি/কেজি হয়। এখন এই ৭৬ মিলির মধ্যে কাজে লাগে ৫০ মিলি/কেজি। বাকীটা অতিরিক্ত থাকে।

B - বলিস কিরে তাহলে তো ঐ বাকী ২৬মিলি দিলে কোন ক্ষতিই নেই।

A - না নেই তো। একদম নেই। বরং ঐ রক্তে একজন প্রাণ ফিরে পাবে। আর জানিস তুই যে রক্তটা দিবি সেই পরিমান রক্ত মাত্র ২১ দিনেই আবার তৈরী হয়ে যায়।

O - আরে বা...বা... ! তাহলে তো ২১ দিন পর পর সবাই রক্ত দিতে পারে।

A - আরে না না। প্রথম রক্তদানের পর একটি ছেলেকে অন্তত ৩ মাস পর আর একটি মেয়েকে অন্তত ৪ মাস পর রক্ত দেওয়া উচিত।

(B, A - এর পায়ে প্রণাম করে বলে)

B - বাবা তুই কত জানিস। একই সাথে থাকি আমরা অথচ এসব কিছুই জানি না।

A - হুঃ। জীবনে অনেক বড় ডাক্তর হতে চেয়েছিলাম রে! কিন্তু কিছুই হল না।

B - আমরা শুধু আলোচনা, তর্ক, ঝগড়া করেই যাব। কাজের কাজ কিছুই করবো না। মানুষগুলো সত্যিই বোঝে না।

A - বুঝবে বুঝবে। যেদিন নিজের রক্ত লাগবে সেদিন বুঝবে। আরে বাবা কত রক্ত তো এমনি এমনি নষ্ট করিস। ইয়ং ছেলেমেয়েদের তো ফ্যাশান হাত কেটে রক্ত দিয়ে প্রেমিক- প্রেমিকাকে চিঠি লেখা। কেন ঐ ভাবে রক্ত নষ্ট না করে কোন মুমুর্ষু রোগীকে দান করলেও তো পারিস।

B - বুঝলি না। সব হিরো হতে চায়। সিনেমা দেখে আর হিরো সাজে।

A - আরে ছোঃ। এদেরকে কে হিরো বলে শুনি। আসল হিরো তো ঐ ওরা যারা নিঃস্বার্থে রক্ত দান করে। রক্ত দেবার সময় ভাবেও না যে এই রক্ত কার শরীরে বইবে। কি তার জাত-ধর্ম। সে তার বন্ধু না শত্রু।

B - ঠিক বলেছিস ভাই। এরাই সত্যিকারের হিরো।

A - আয় আমরা **সবাই** মিলে সেই সমস্ত রক্তদাতাকে সেলাম করি।
(বলে দর্শকের দিকে ফিরে সেলাম করে)।

গান - WE SHALL OVERCOME